মণিদীপা (সোফোক্লেস অনুপ্রাণিত)

উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

এই নাটক বিখ্যাত আন্তিগোনে’ নাটকের পুনর্লিখন। আবার কায়দা করে বল্লে ডিকনস্ট্রাকসন। অভিনয় করে দেখালে হয়তো লেখাটি বেশি বা কম মনে হবে। পাঠকের চোখের মধ্য দিয়ে ব্রেনে যায় শব্দ - সংলাপ ও ছবি, তারই যে প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি অর্থাৎ পাঠকের বিবেকদংশন, তারই নিমিত্ত অধমাধমের এই বাচালতা।

প্রবাহ এক

[পরিচালকের কল্পনা ও ধ্যান বলে দেবে নাটকের মঞ্চসজ্জা কি হবে। আমি দেখতে পাই তিনটি স্তর। ঊর্ধ্বে একটি গুহামুখ, মধ্যে রাজপ্রাসাদ। নিম্নে কয়েকটি সম্পূর্ণ কালো রঙের চারচৌকো আসন যেগুলিকে দরকার মতো যে-কোনো স্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পর্দা সরল। তিন বৃদ্ধ মঞ্চের নীচের স্তরে তিন কোণে। তারা একত্রে বলে সূক্ত]

সুক্ত এই সমাজ পদ্ধতির মধ্যে বহু-ব্যবহারে জীর্ণ হল প্রতিবাদ
ভাষা স্থিরীকৃত আনন্দবাজারে
গগনে উড্ডীন পাখি চলে রিমোট কন্ট্রোলে
হতাশাপীড়িত গ্রাপুথিয়েটার প্রিয় মধ্যবিজ্ঞান নাই আর, শুধু একদিকে ম্যানেজারবর্গ
অন্যদিকে সর্বহীন সিঙ্গুর
যে যুবক জীবন বদলে স্বপ্ন দেখে
সেও চলে গেল ডলারের পিছু পিছু
বোকা বোবা ভাষা
রয়ে গেল ঘুমন্ত। মেজরিটির কাছে হারল
গো-হারান
এই রক্তহীন অনুভবহীন মেজরিটি কি
আমাদের বোবা করে দেবে
দিক না,
তা বলে কি বলব না যে এখনো রয়েছি আমি তোমাদের যে - কোনো মায়ের সন্তান
পালিনু নীরবে আবেগে নির্ভর হয়ে এ যুক্তির অরণ্যে ভীতপ্রাণ যুবতী আধুনিকা...

[বৃদ্ধরা চলে যায়।
এক মানুষ যে মিঃ মুস্তাফী, সে রাজপ্রাসাদে বসে।
দর্শকদের দিকে তার পিছন।
সে টেলিফোনে।]

মুস্তাফী নীরবতা অর্থহীন নয়। আর শোন, নীরবতা অতি ভয়ানক। চাদরে মুড়ে মুখে রুমাল বেঁধে দেবে ওর। ওকে সামান্য ভেবো না। না, না হকারি আক্রমণ নয়, ওর সঙ্গে আলাপ কর বন্ধুর মতন। ও যেরকম ভালোবাসে সেরকম ভাবে দু ভাঁড় চা নাও রাস্তার দোকানে, ছোটো চারমিনার সিগ্রেট নাও। পরে বলছি আরও।

[একজন বৃদ্ধ আসে। সে একা কথা বলে।]

বৃদ্ধ আমাদের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী, মিঃ মুস্তাফী। ও হল ক্রেয়ন, অয়দিপাউসের পরবর্তী শাসক। ও দীপম্যানকে ধরতে বলছে, পলিনাইকেসকে বাঁধতে বলছে। দীপ্যমান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অয়দিপউসের পালিত সন্তান। অয়দি পাউসের দুই সন্তান - বিভাবসু আপন, অন্যজন এই দীপ্যমান পালিত। বিভাবসু ছিল আমাদের মধ্যে হয়তো একদিন দেশের সর্বোচ্চ পদ পেত। কিন্তু সে সন্ত্রাসবাদীর হাতে হত। কাল অবদি থেবাই নগরীর টেলিভোনে বেজেছে শোকসংগীত। আজ শোক নেই। আজ একটি রৌদ্রকরোজ্জল দিন। দীপ্যমানকে আজ অপহরণ করা হবে। এইরকমই প্রোগ্রাম। মুস্তাফী আজ চঞ্চল। ক্রেয়ন আজ অস্থির।

মুস্তাফী শহিদ শব্দটি আর তেমন চলে না। যাই হোক বিভাবসু শহিদ হবার পর দীপ্যমানকে শহিদ হতে দেওয়া যায় না। অত শহিদের ভার মেনে নিতে পারবে না এ দুর্বল সমাজ। বিভাবসুর মৃত্যু সন্ত্রাসবাদীর হাতে। আর দীপ্যমান সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত তাই নিশ্চিহ্ন। হত্য তাই যা আমার অভিপ্রেত। তবে আর দেরি না। শাস্তি দিতে দেরি হলে আমার কঠিন শাসন প্রতিষ্ঠা পাবে না তার। দেরি হলে যে সব গর্দভ নাচে বাজনার তালে তালে গর্দভের নাচ, তারাও বেমক্কা প্রশ্ন শোনাবে।

(ফোনে) ওকে ধরেছ? বাঃ! নির্জন কুঠুরিতে বেঁধে রাখ

[উপরের গুহার সামনে দেখা যায় এক যুবককে প্রহার করা হল ও গুহার ভিতরে ফেলে দেওয়া হল। মুস্তাফী আবার বলছে কথা।]

ছেলেটি ভীষণ গুণের। এবং পরিচিত। এই জন্যে রক্তের ভিতরে একটা বোকা আড়ষ্টতা। নৈলে কিছুই কিছু নয়।

[মণিদীপা আসে দ্রুত]

মণি কাকু!

মুস্তাফী আরে আন্দিগোনে! মণিদীপা, মা আমার!

মণি দীপ্যামনের মোবাইল বাজছে কেউ ধরছে না কেন?

মুস্তাফী সে হয়তো সভ্য সমাজের টাওয়ারের বাইরে চলে গেছে।

মণি তোমার ঘরে মৃত মানুষের গন্ধ।

মুস্তাফী হবেই। আসলে বাস্তবকে অস্বীকার তো করা যায় না। সর্বত্র মরণ—টেলিসংবাদে, না বিভাবসুকে দীপ্যমানের দলবল কীভাবে মারল?

মণি দীপ্যমানের দলবল?

মুস্তাফী হ্যাঁ, দীপ্য সন্ত্রাসবাদীদের পথ বেছে নিয়েছিল।

মণি মিথ্যে! তুমি ভাবছ তুমি ক্রেয়ন তাই সর্বশক্তিমান, এবং তুমি দিনকে রাত করতে পারবে। শোন, তুমি পারবে হত্যা করতে, কাউকে বাঁচাতে পারবেনা।

মুস্তাফী মণি! মা আমার! তোমাকে আর রত্নাবলিকে আমি বুকে করে মানুষ করেছি, মার বদলে আছেন স্নেহশীলা গভর্নেস। সাহেবি ইস্কুলে পাঠ নিয়েছ সহবৎ। ইসমেনে, আমার রত্নাবলি সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী, বিদেশ চলে যাবে, এবং তুমি ভালোবেসেছো হিমনকে, ভাইবোন সম্পর্ক হলেও আমি অনন্য আধুনিকতম ব্যক্তি, সমস্ত কিছুই আমি পছন্দ করেছি। হিমন, আমার বাদল একদিন ফিল্মের জগতে হিংসার বস্তু হবে, আমি জানি, অন্যদিকে দীপ্যমান তো গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না, পবিত্র ভোটাধিকারকে ব্যঙ্গ করে সে কার্টুন লেখে।

মণি অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র মানে অনিচ্ছার জয়, ইচ্ছার জয় নয়

মুস্তাফী ওসব গেম থিওরি দিয়ে দেশ চলে না। শ্রী সেনকে কি দেশ চালাতে হয়। এমনকি সংসার চালাতে হয়?

মণি পুলিনাইকেসের খবর আমার চাই ক্রেয়ন

মুস্তাফী কি করে তার খবর পাব বল? সে কি আমাদের কেউ? আমাদের যে অতি কষ্টের সামান্য উন্নতি—গরিবের ঘরে এ.সি, সহজশর্তে গৃহঋণ, শেয়ার বাজারে মধ্যবিত্তের প্রবেশ, নিম্নমধ্যবিত্তের সামনে প্লে-উইন বা লোটো-র সামান্য আনন্দ—এই সমস্ত অ্যাচিভমেন্টকে সে ধাপ্পাবাজি বলেছে, আর তাই মানুষ তাকে রিজেক্ট করেছে।

মণি এই জন্য তাকে কি তুমি শাস্তিবিধান করবে?

মুস্তাফী।। আমি কে? মন্ত্রী পরিষদ নেই? আরে মণি, আমিতো দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছি, কখন যে নীচে পড়ে যাব! কি জানিস মণি রাজনীতি তো ইন্দ্রজাল নয় যে সবার মুখে হাসি ফোটাবে একসঙ্গে।

[গভর্নেসের ডাক—মণিদীপা, আন্তিগোনে-এ]

মুস্তাফী যাও, ধাই -মা ডাকছেন (ফোন বাজছে)

যাও বলছি

[মণিদীপা চলে যায়
মুস্তাফী ফোনে।]

মুস্তাফী যা বলি শোন। দেখো স্ফটিকের পাত্রে আছে হলুদ তরল। এক বিন্দু দেবে, এক বিন্দু মাত্র, তিনদিন তিনরাত্রি ঘুমাবে, তখন আর এক বিন্দু

[মণি দ্রুত আসে।]

মণি ক্রেয়ন!

মুস্তাফী আবার!

মণি দিদির জি আর ই পরীক্ষার রেজাল্ট ভাসল নেটে, অনেক উচুঁতে ওর স্থান।

মুস্তাফী সত্যি! ইসমেনে মা আমার। কি সুন্দর জীবন তার পাপড়ি মেলে ধরেছে। ভেবে দেখো মণি এই শৃঙ্খলা তো তোমারও হতে পারত। দীপ্যমান তোমাকে নষ্ট করল। কোন্ মাছের ভেড়িতে কে নোনা জল ঢুকিয়ে দিলে, তুমি ছুটলে, গঙ্গার চরে একদল নথিবদ্ধ হীন মানুষ বন্যার করাল গ্রাসে, নৌকো চেপে চলে গেলে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে, এমনকি আমার সন্তান বাদলকেও মজিয়েছ এইসব আপাতলোভন জনহিতকর কাজে!

মণি আপাত লোভন? খালি উড়াল পুল বানানোই শ্রেয়? বৃহৎ মার্কেট? প্যাকেটে বেগুন?

মুস্তাফী চুটকি দিয়ে পরিবর্তন হয় না রে মেয়ে। আর প্যাকেটে বেগুন বেচলে শেষ অবধি বেগুন উৎপাদকের শ্রীবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা আছে। আমার সভার অর্থনীতিবিদ্গণ আন্তর্জাতিক শিরোপাখচিত, এবং গণতন্ত্রর কি হতে পারে তার প্রমাণ আমার সরকার দিয়ে চলেছে রোজ।

মণি (হাসছে) গণতন্ত্র! তাহলে দীপ্যমানের কথা নেই কেন?

মুস্তাফী ও যে কেবলমাত্র প্রান্তিক ব্যক্তির কথা বলে। শোনো ক বা খ কে বাছতেই হবে।

সবাইকে দুয়ো দিলে আত্মপরিতৃপ্তি হয়, কাজ হয় না কোনো।

মণি দীপ্যমান কোথায়?

মুস্তাফী ধাইমা তোমাকে ডাকছিলেন কেন?

মণি মুর্গির সুরুয়া খেতে

মুস্তাফী বাঃ, চমৎকার, যাও, উনি হয়তো বসে আছেন।

[মণিদীপা দেখছে মুস্তাফীকে]

মুস্তাফী বাদল, আমার ছেলে, আমার হিমন, বলে যে আন্তিগোনে যখন হাঁটে সবাই হাঁ করে দ্যাখে।

মণি ওটা সবার হয়। যৌবনে কুন্তীও সুন্দরী

মুস্তাফী আন্তিগোনে! আমি ধাই-মার মুখে শুনেছি যে তোমার ভাষা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তার প্রমাণ পেলাম। শুনেছি তুমি এমন অনেক কথা বল যা সভ্য মেয়ের মুখে মানানসই নয়।

মণি আমার গান আমার ভাষা রাস্তার ভাষা মিনিবাস কন্ডাকটরের খিস্তির মধ্যে নাচছেন সুন্দরম্ আমরা হট প্যান্ট পরে দেখাচ্ছি কি লোমনাশক মেঘে এতো পেলব আমার জানু ও উরুদ্বয়।

আমার গান সিরিয়ালের সুরে সুরে বাঁধা আমার ভালোবাসা মোবাইলে দ্রুতগামী লিপি ভাসা ও অক্ষরে লেখা চুম্বনের ডাক, মোবাইলে ডাক দিলে দেখা হবে নন্দনে নন্দনে, একটি প্রেমিক নিবিড় রাখলাম দু-চার পুরুষ বন্ধুকে করলাম রেপ হাঃ, হাঃ হেপ মেয়ে বলে সোল্লাসে চেঁচান দালালেরা

মুস্তাফী থামো। ইতরের মতো কথা বলছ—

মণি এ তো কাব্যের ভাষা

মুস্তাপী বেশ তা হলে এ ভাষা বিক্রয় ক'রে নাম লেখো কবিতা জগতে, এ তো বেশ চলবে মনে হয়

মণি এ পদ্য বিকিকিনির না মহাশয়

মুস্তাফী তবে কি লাভ পর্নো লিখে?

মণি আত্মপ্রসাদ হয় লাভ, নিজের যৌন আনন্দ হয় প্রচুর সময়ে।

মুস্তাফী তোমার পরিবর্তন দরকার। আমি... আমি... কি করব? হ্যাঁ হ্যাঁ বিমনকে বলব তোমাকে আরও সঙ্গ দিতে, যাতে জীবনের সুন্দর দিকগুলি চন্দ্রালোকের মতো হয় প্রতিভাত।

মণি আমার দাদা কোথায়?

মুস্তাফী পিতার পালিত পুত্র সে। দাদা নয়।

মণি দীপ্যমান কোথায়?

মুস্তাফী এরকম আকুলভাবে জানতে চেয়ে, অয়দিপাউস, মনে নেই কি গেরো পাকাল। জানল যে সে মায়ের সঙ্গে সঙ্গম করেছে, ছি, ছি, বেশি জানার ভার নিতে পারে না মানুষ, না - জানার লঘুত্ব থাকলে তবেই তো পৃথিবী চলে মণিদীপা।

মণি বেশ, বিভাবসুকে আমার দাদা এতিওক্লিসকে কি সন্ত্রাসবাদীরাই হত্যা করেছিল? এটা বলো—

মুস্তাফী তবে কে? দীপ্যমানের বন্ধুরাই ঘাতক। ওরা অরণ্য থেকে এসে মেরে গেল বিষমাখা তীর। তবে এতিওক্লিসও বোকা। নিজে গেল মরণের মুখে ঝাঁপ দিতে। তবে কিনা তার মৃত্যু গৌরবের, টিভিতে বাজল লোকগান।

মণি এবার তবে দীপ্যমানকে মারবে? রচনা করবে আর এক তরুণের অন্তিমপর্ব?

মুস্তাফী কে কার অন্তিম জানে? তোমার বাবা কি জানত যে তোমার মায়ের চুলের কাঁটা নিজের চোখে বিদ্ধ করে অন্ধ হবে?

মণি বিষ; বিষ! প্রতিটি যুক্তি, প্রতিটি প্রশ্ন বিষাক্ত।
(চলে গেল)
(ফোন বাজে)

মুস্তাপী হ্যাঁ, কি একেবারে নিস্তেজ। কি? এক চামচ? আহ্ এক বিন্দু বলেছিলাম। ওহ্ যাও ওর দেহ প্রাচীরের বাইরে ফেলে দাও।
(ফোন রাখে) শিট্। মরে গেল। দৈবই প্রবল। কারা হন্তার ভূমিকায়? ওরই অবিবেচক বন্ধুরা, লোফাররা ওকে মেরেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ চানাচুরওয়ালার ছেলেরা রাজার ছেলেকে বিশ্বাস করে না। [তিনজন প্রহরী আসে। তিনজনের বিভিন্ন বয়স একজন একটু বয়স্ক]

প্রহরী-১ স্যার, রানিমা এসেছেন

প্রহরী-২ হ্যাঁ, রানি চিত্রলেখা

প্রহরী-৩ রানি অয়রিদিকে

প্রহরী-১ উল বুনছে

প্রহরী-২ সারাদিন
[দর্শকদের কাছে আসে প্রহরীরা]

প্রহরী-৩ আমার প্রহরী

প্রহরী-১ বডিগার্ড

প্রহরী-২ মাইনে ভালোই, উপরি পাই

প্রহরী-৩ মানুষ খারাপ নই

প্রহরী-১ আমাদের বউ-বাচ্চা আছে

প্রহরী-২ তবে কিনা নির্দেশ মেনে চলতে হয়

প্রহরী-৩ আসুন রানিমা
[চিত্রলেখা আসে। উল বুনছে]

চিত্রলেখা আন্তিগোনের গলা পাচ্ছিলাম

মুস্তাফী ভেতরে গেল। সুরুয়া খেতে

চিত্রলেখা ও, কেমন আছে?

মুস্তাফী ভালে

চিত্রলেখা তুমি কি দীপ্যমানকেও হত্যা করবে বিভাবসুকে হত্যা করার পরে?

মুস্তাফী দীপম্যান মারা গেছে চিত্রলেখা।

চিত্রলেখা শোক করতে হবে না?

মুস্তাফী না

চিত্রলেখা সমাধিফলক?

মুস্তাফী না। ও সমাজবিরোধী

চিত্রলেখা ও। দেখি একটু পিঠটা

মুস্তাফী কি বুনছ

চিত্রলেখা পুলোভার
[চিত্রলেখা মাপে]
মনে হচ্ছে কাঁটার ঘর ভুল করেছি (চলে যাচ্ছে)
আবার ঘর ফেলতে হবে। আবার...
[অন্ধকার। আলো গুহামুখে। একটি মৃতদেহ।
অন্ধকারে শিকল ঘষার শব্দ।]

প্রবাহ দুই

[মঞ্চের দ্বিতীয় স্তর। রাজপ্রসাদ। মণি, রত্নাবলি, দাই - মা।]

ধাই মণি তুমি কেন চাও লোকে তোমাকে মেয়ে না ভাবুক?

মণি এই শরীর যেন কারও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক না করে। সব ভাঁজ লুকিয়ে রাখব কঠিন আচ্ছাদনে।

ধাই এসব কি বাদলের ভালো লাগবে?

মণি সামান্য পুরুষের ভালোলাগা না লাগার জন্য নিজের অন্তরের ইচ্ছাকে বিসর্জন দেব?

রত্না বড্ড বাজে বকিস মণি! যাকে চাস, তার চাওয়া তো তোর কাছে সবচেয়ে দামি হবে—

মণি আমি বাদলকে চাই না দিদি।

রত্না মানে? না চাইবার কি আছে? সুন্দর ভদ্র শিক্ষিত আবেগপ্রবণ, বিলিতি অন্তর্বাস পরে

মণি (হাসে) বোকা দিদিটা আমার। আসলে কি জানিস তোকে সবাই চায় বলে তুই চাওয়া আর না-চাওয়ার পার্থক্য বুঝিস না।

রত্না আমাকে সবাই চায়? বেশ। কিন্তু কেন বল দেখি?

মণি তোমার পায়ের গোড়ালিতে যে ফাটা দাগ নেই।

ধাই মণি!

মণি পা থেকেই তো দেখার শুরু। মুগ্ধতার প্রথম এ বি সি ডি। মনে মনে তোমার স্তাবকেরা পা বেয়ে ওঠে, পোশাক খুলে নেয়। ফিতে দিয়ে মাপে। ভাবে গোড়ালি এমন হলে তলপেট না জানি কত সুন্দর হবে। সঙ্গমের পর দুই পা ফাঁক করে যখন তুমি শোবে, এম এ পি এইচ জি কি শিক্ষিত যৌনতা হবে বলো তো!

রত্না এতো নোঙরা মন তোর, এতো কদর্য ভাষা।

ধাই ডাক্তার দেখানো দরকার। আমি মিস্টার ক্রেয়নকে বলব যাতে একজন সাইক্রিয়াটিষ্ট দেখানো হয়।

রত্না ওকে দেখো ধাই মা, ওর দুচোখের কোণে কালি। আর ওই কালি পুরুষদের দু চোখের বিষ

ধাই একটু ঘুমোলেই সব চলে যাবে দেখিস

মণি (প্রবল চিৎকার) তোমরা ঘুমোও

[কাড়া-নাকাড়ার শব্দ। ঘোষণা শোনা যাচ্ছে]

ঘোষণা থেবাই মানুষদের জন্য এই বার্তা। জনগণের শত্রু পলিনাইকেস মারা গেছে। তার মৃতদেহ শহরের বাইরে ফেলে দেওয়া হল। এর জন্যে কোনো রাষ্ট্রীয় শোক নেই। টেলিভিশনের রাম নাম নেই। না ফুল, না শোভাযাত্রা। যদি কেউ তার পারলৌকিক ক্রিয়া করার উদ্যোগ করে তবে তার মৃত্যু হবে। মনে রাখতে হবে সে ছিল সংশয়াচ্ছন্ন। সে দেশদ্রোহী। ফ্যামিলি চ্যানেলে নাচগান দেখুন, শহরের বাইরে যাবেন না।

[ঘোষণার শেষে আবার জোর বাজনা। মণিদীপা কেঁদে ওঠে।]

মণি দীপ্যমান! ভাই আমার!

ধাই একটু সুরুয়া আনি।

মণি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছ কেন?

রত্না কি করব! সামান্য আবেগ এখন হঠকারী। আমি ভিতু, আমি বাঁচতে চাই।

মণি বেশ, আমাকেই সব করতে হবে।

ধাই কি করবে তুমি?

মণি যা করা উচিত, যা করা বারণ।

রত্না আমারও বুক ফেটে যায়। কিন্তু... আমি স্যুপ খাব

ধাই খাবার টেবিলে যাও, যাচ্ছি

[রত্নাবলি চলে যায়। মণিদীপা ধাই-মার-র কাছে আসে।]

মণি ধাই মা! একটু কপালে হাত দাও তো আমায়—

ধাই এই যে মা—

মণি ছোট্ট থেকে জাগছ শিয়রে। আমার তো মা নেই। দেওয়ালে পড়েছে কালো কালো সব ছায়া, আমি ভয় পাই আমার তো মা নেই।

গভর্নেস গভর্নেস তুমি কি সেই শক্তির প্রতীক যা মৃত্যুর চেয়ে বড়ো?

তোমার হাতের তালু একটু রুক্ষ, মা-র হাত হয়তো নরম হত।

কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা নেই। তুমিই আমার মা - এর সমান। মায়ের মতন অবলম্বন (কাঁদে)।

ধাই এতো ব্যথা পাস কেন?

মণি ব্যাথা! যন্ত্রণা! অন্ধকার থেকে জঠরের ফুল ছিঁড়ে শিশু দেখে উজ্জ্বল রৌদ্রস্নাত দিন। সেই দিনটি কই? কই?

ধাই তোমাকে বুঝি না আমি আন্তিগোনে

মণি শোনো, আমি যখন থাকব না, আমার খরগোশদের দেখো

ধাই বালাই ষাট। এসব আবার কি কথা?

মণি ওদের বকবে না, বলো।

ধাই সারা প্রাসাদ নোঙরা করলেও বকব না!

মণি না, বকবে না, আর ওদের সঙ্গে রোজ কথা বলবে আর যদি ওরা ভীষণ কাঁদে, ভীষণ কাঁদে, ওদের বিষ দেবে, কথা দাও।

ধাই একদম চুপ। কি হল তোর? নিজে মরার কথা বলে শান্তি হল না, খরগোশগুলোকেও একই রাস্তায় নিয়ে চলেছিস? না, না, ডাক্তার ডাকা দরকার, চলো কিছু খাবে (চলে যায়)

[মণিদীপা আয়নার সামনে যায়। নিজেকে দেখে। হাতে গ্লাভস পরে গায়ে চামড়ার জ্যাকেট মাথায় টুপি। একটি ছুরি নেয়, শক্ত করে ধরে এবং কাল্পনিক প্রতিপক্ষকে হত্যা করে। উল্লাসধ্বনি।]

মণি অব্যর্থ নিশানা, প্রথমবার, কিন্তু আবেগের দক্ষতায় সুনিপুণ।

[বাদল আসে]

বাদল, বাদল, বাদল, এসো বাদল, শোনো কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করেছিলাম, মনে রেখো না সে সব।

সত্যি, তোমার স্ত্রী হতে পারলে আমার যে কী গর্ব হত!

বাদল — এরকমভাবে ‘হত’ বলছ কেন? কোনো সন্দেহ আছে আমার ভালোবাসায়?

মণি — সন্দেহ নিজের ওপর, হিমন। আসলে আমার সামনে এমন একটা কাজ যে সেই কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজের কথা ভাবতেই পারব না। সেই কাজটা করার পর তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবে। হয়তো তুমি তা চাইবে না কিন্তু তোমার যে উপায় থাকবে না ক্রেয়নের পুত্র হিমন।

বাদল — অবোধ্য ভাষা ও বক্তব্য। আমি নতুন ফিলিমের চিত্রনাট্য শেষ করলাম। এবার কাজ শুরু। আমি কিন্তু মিডিয়ার ব্যাকআপ নেব না।

মণি — সে তুমি যা ইচ্ছে করো। ওসব আমি আর ভাবি না, কারণ আমি আর তোমাকে চাই না। তুমিও আর আমাকে ডেকো না।

বাদল — মণি!

মণি — বড্ড দুর্বল তুমি। আমার কথা শুনলে আমার মতো, অন্যের কথা শুনলে অন্যের মতো। তার মানে এই নয় যে তুমি খারাপ। তুমি কিন্তু আমার চেয়ে অনেকটাই ভালো। কিন্তু সেটা কথা নয়। কথা হল এই যে তুমি আমাকে ভুলে যাও।

বাদল — কেন? কি জন্য? জবাব দাও।

মণি — চিৎকার করবে না একদম। অনেকেই ছুটে শুনতে আসবে কি নিয়ে বচসা। তখন কাজ পণ্ড হবে। যদি ভালোবাস তবে ভুলে যাও।

বাদল — ভুলে যাব?

মণি — আমি যা করব তারপর ভুলে যেতে বাধ্য হবে। তবে আমার মতো শুকনো লিপস্টিকের রঙ না চেনা মেয়েকে যে ভালোবেসেছিলে সে আমার ভাগ্য হিমন, দূর হও, দূর হও তুমি।

বাদল — উফ্, আমি যেন পাতালের মধ্যে চলে যাচ্ছি [চলে যায়]

মণি — আমি যে পাতার নৌকা ডুবন-জলে ভাসছি একটু, ডোবার আগে পালে আমার লাগলে বাতাস ছুটব দেখব ময়ুরপঙ্খী কোথায় লাগে দীপ্যমান, ভাই আমার...

[হামাগুড়ি দিয়ে মঞ্চের উপরের স্তরে যায় মণিদীপা। যেন হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে যে। প্রহরীরা এসে চেপে ধরে, প্রতিবাদ প্রতিরোধের মূকাভিনয়। বাতাসে শিকলের ঝনঝন শব্দ। অন্ধকার।]

প্রবাহ তিন

[রাজপ্রসাদ। প্রথম প্রহরী ও মুস্তাফী।
তিন বৃদ্ধ আসে। তারা একত্রে বলে সূক্ত।]

সুক্ত — জীবনের দুটি দিক পরস্পর বিবদমান চিরদিনই একদিকে শৃঙ্খল ও উদ্যম, অন্যদিকে বিশৃঙ্খল হতোদ্যম উচাটন মন, একদিকে জনস্বার্থ অন্যদিকে ব্যক্তির আপন বিষন্ন মেদুর নিজস্বতা। তুমি কোন্ দিকে যাবে? একক মনুষ্য পারে না সমাজের নির্ভরতা হতে, তাকে দূরে যেতে হয় সকলের থেকে, সমগ্রর থেকে সরে সে হয় নিশ্চিত ঠিকানাহীন।

প্রহরী — আমি ছবিলাল। একশো আট - এর চ।

মুস্তাফী — ঘটনাটি কি?

প্রহরী — একটা গোলমাল। আসলে গোলমালটা ঘটার পরই বুঝলাম সবচেয়ে আগে আপনাকে জানানো দরকার। আমরা দুজন প্রহরায় ছিলাম, না, না তিনজন। আমরা লটারি করে ঠিক করলাম যে কে এসে খবরটা আপনাকে দেবে। লটারিতে আমার নাম উঠল, নৈলে আমার কি সাহস যে আপনার কাছে আসব স্যার?

মুস্তাফী — আঃ— খুলে বলো।

প্রহরী — ধমকাবেন না, একেই ভয়ে আমি কেমন হয়ে গেছি। প্রথমেই বলি যে যদি কেউ বলে যে আমরা ঘুমোচ্ছিলাম তবে সে ডাহা মিথ্যেবাদী, আর ঘুমোলেও দোষ হত না, কারণ কে আন্দাজ করবে যে ওরকম গোলমাল ঘটবে? তবে দেখামাত্রই আমি চিৎকার

মুস্তাফী — কি দেখামাত্র?

প্রহরী — সবটা পারেনি। তবে একটুখামি মাটি খুঁড়ে ঢেকে দিয়েছে। সবটা পারেনি কারণ আমরা তিনজনেই পাহারায় ছিলাম।

মুস্তাফী — মানে কেউ পলিনাইকেস— এর মৃতদেহটিকে সমাধি দেবার চেষ্টা করেছিল?

প্রহরী — ফুল ছিল, মালা ছিল, মাটি খোঁড়বার বেলচা ছিল পড়ে

মুস্তাফী — এক কাজ করো। মৃতদেহটিকে আবার খোলা অবস্থায় যেমন ছিল ফেলে রাখ কথাটা জানাজানি না হলে তোমাকে হত্যা করা হবে না। অপরাধী কোথায়?

প্রহরী — আর দুজন প্রহরী তাকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে। তার হাত বেঁধে দিয়েছি, চোখ বেঁধে দিয়েছি, কারণ তাকে যে রাজপ্রাসাদে আনা হচ্ছে এটা জানতে তার পক্ষে হয়তো উচিত হবে না। মনে হয় আমি একটা বুদ্ধির কাজই করেছি।

মুস্তাফী — আমার জন্য অপেক্ষা করো তোমরা। (ভেতরে যায়)

(প্রহরী ১ বাকীদের যেন ইঙ্গিত দেয়। মণিদীপাকে নিয়ে প্রহরী ২ ও ৩ আসে। মণিদীপার হাতে শিকল, চোখে বাঁধন দেওয়া)

প্রহরী ১ — এইখানে দাঁড়াও চেঁচাবে না। তুমি ওখানে কি করছিলে আমি জানতে চাই না। কত কত কথা লোকের বলবার থাকে। সে সব কথা শুনতে গেলে আমি হিসি অবধি করার টাইম পাব না।

প্রহরী ২ — মাগিটা বেশ ডবকা। ওর মতো একটা পাগলীকে আমি একদিন

প্রহরী ৩ — কি করেছিলে?

প্রহরী ২ — চিমটি কেটে দিয়েছিলাম

প্রহরী ৩ — চলো এই মাগিটাকে বাজারের পিছনের সরাইখানায় নিয়ে যাই, পরে ধরিয়ে দেব, বলব হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেছে।

প্রহরী ২ — না, না আগে মাগিটাকে ধরিয়ে দিই মুস্তাফীর হাতে। অনেক পুরস্কার দেবে। সেই টাকায় একটা খানদানি বেশ্যা ভাড়া করে নেব।

প্রহরী ১ শালির নখে কি ধার। এই দেখ আমার পিঠ-গা-হাত আঁচড়ে কামড়ে কি করেছে।

প্রহরী ২ ক্রেয়নের কাছ থেকে ওকে চেয়ে নেব।

প্রহরী ৩ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে তো শাস্তি দেওয়াই হবে। সেটা নয় আমরা দেব। আগে ওর গায়ে নখের দাগ করে দেব।

প্রহরী ২ তার আগে ওকে উদোম করে দেব। (হাসে)

মুস্তাফী আসে

মুস্তাফী কে? একি।

প্রহরী ১ এই মাগিটাই হুজুর ওই অপকম্মের নায়িকা।

প্রহরী ২ এই-ই সে। কি শাস্তি হবে স্যার, গণধর্ষণ হলে আমি আছি।

মুস্তাফী এখন কে পাহারায় আছে?

প্রহরী ৩ আমাদের বদলি দল। ওরাও তিনজন।

মুস্তাফী ওরা কি এই ঘটনাটা জানে?

প্রহরী না, এখনও জানে না

মুস্তাফী তোমরা পাশের ঘরে অপেক্ষা করো। ওর বাঁধন খুলে দাও।

(মণিদীপার বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। প্রহরীরা চলে যায়)

মুস্তাফী যাওয়ার সময় কেউ তোমাকে দেখেছে?

মণি বলতে পারব না।

মুস্তাফী ঘরে যাও। বলবে। শরীর খারাপ, বলবে গত দুদিন তুমি প্রাসাদের বাইরে বেরোওনি, গভর্নেসও তাই বলবেন। ওই তিনজন প্রহরীকে বাধ্য হয়ে হত্যা করতে হবে।

মণি ওদের কেন খুন করবে? আমি তো আবার এই কাজ করব।

মুস্তাফী আন্তিগোনে, আমার নিষেধ ছিল।

মণি এ আমার কর্তব্য।

মুস্তাফী সে দেশদ্রোহী।

মণি সে দেশপ্রেমিক। সে কাজ করেছিল মানুষের জন্যে—

মুস্তাফী যাকে বলে মানুষের জন্য করা তা এক শতাংশের জন্য এতে সামগ্রিক উন্নতি হয় না।

মণি তোমার উন্নতির জয়রথ একদলকে পিষে দেয়।

মুস্তাফী দেবে, দেবেই, সর্বত্র তা হয়, সব দেশে, এইটুকু ইতিহাসবোধ নেই যুবকদের? যাক সে কথা। তুমি ভুল করেছ। আমার হিমনের বাগদত্তা তুমি, আমার কলঙ্ক হলে আমি ভোট পাব না।

মণি আমি আমার বাসনমাজা চাকরানি হলেও দাদাকে সমাধি দিতে যেতাম।

মুস্তাফী (হাসে) ঝি হলে তুমি জানতে যে মুস্তাফীর আদেশের গুরুত্ব কী? জানতে মৃত্যুদণ্ড মানে কি, দড়ি যখন গলায় চেপে বসে তখন কি হয়। এবং কেঁদেকেটেই তোমার শোক শেষ হত। তুমি ভাবছ তুমি আমার ছেলের প্রেমিকা এবং অয়দিপাউসের মেয়ে বলে পার পেয়ে যাবে?

মণি আমি তো মার্জনা চাই না। তুমি মৃত্যুদণ্ড দাও আমাকে।

মুস্তাফী কেন দেব? অতো সহজ কি এই দণ্ড পাওয়া? জীবনের শেষে একটি মহান মৃত্যু ঘাতকের হাতে, অ্যাঁ জীবনের চেয়ে বড়ো লার্জার দ্যান লাইফ? যেমন তোমার বাবা? কি লোভির মতো সে অন্ধ তাইরেসিয়াসের থেকে জেনেছিল যে কীভাবে সে মাতার শয্যা কলঙ্কিত করেছিল। তারপর নিজের চোখকে নষ্ট করা এবং দুই বালিকার হাত ধরে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ—আহা কি ট্রাজেডি। এসব আমার অসহ্য। আমার কোনো মহত্ব নেই। একমাত্র কাজ শৃঙ্খলা আনা। বিভাবসু ও দীপ্যমান দুজনেই বিশৃঙ্খল ছিল। তাই তারা আর নেই। কিন্তু তুমি থাকবে। হিমনের পাশে এবং তুমি থেবাই নগরীকে উপহার দেবে বিবেচক বুদ্ধিমান সন্তানদের... (হাসে) বড্ড সেনসিটিভ তুমি। তাকাচ্ছ এমন যে ভস্ম করে ফেলবে। আমি যেন একটা কঠিনতম গদ্য!

[মণিদীপা চলে যাচ্ছে]

মুস্তাফী কোথায় চলেছ?

মণি দীপ্যমানের মৃতদেহের কাছে।

মুস্তাফী ওখানে যারা আছে তারা তোমাকে দেখলে তোমাকে বাঁচাতে পারব না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে এই তিন জন তোমাকে চেনে না।

(মুস্তাফী পথরোধ করে, মণি হাঁটু গেড়ে বসে)

মণি আমি প্রার্থনা না করলে ও যে পরলোকে পৌঁছোতে পারবে না।

মুস্তাফী প্রার্থনার মন্ত্র? এসবে কি বিশ্বাস করো? তুমি আধুনিকা মণিদীপা। কী করে ভাব যে সামান্য প্রার্থনার মন্ত্রে আত্মা হবে স্বর্গগামী? পুরোহিতরা, হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক, দেখবে বিবাহে বা শ্রাদ্ধে দায়সারা মন্ত্রোচ্চারণ করে, কেউ কর্ণপাত করে না। তা এই সব ভণ্ডামিকে কেন তুমি নিজের অবলম্বন ভাববে, বলো?

মণি প্রথমত মন্ত্রের ব্যক্তিগত উচ্চারণের সঙ্গে কমিউনিজমের কোনো সম্পর্ক নেই। মার্কস পাগলামি ও উন্মাদনাকে অফিস বলেছেন, ব্যক্তির শুদ্ধ ভক্তি বা প্রীতিকে নয়। চিনের চেয়্যারম্যানকে দেবতা ভেবে কি একদা গণহত্যা ভ্রাতৃহত্যা ঘটেনি এ দেশে? দ্বিতীয়ত ভণ্ডামি কি তা আমি দেখেছি সুতরাং ভণ্ডামিকে যদি অবলম্বন করি তবে যে আমার পরিবেশের পাপ। তোমার পাপ [মুস্তাফী উঠে এসে গলা টিপে ধরে মণিদীপার]

মুস্তাফী অর্থহীন যুক্তিবিলাসিতা!

মণি আত্মহত্যা করবার আগে এই রকমই তো ভালো।

মুস্তাফী আত্মহত্যা করে লার্জার দ্যান লাইফ হতে দেব না আমি তোমাকে। দশজন ক্ষুধার্ত ধর্ষণকারী তোমার উলঙ্গ দেহ নিয়ে ছিঁড়বে।

মণি বেশ। আমি মোকাবিলা করব তাদের। তারপর কেঁদে কেঁদে বলব, আর করব না।

(মুস্তাফী হেসে গড়িয়ে পড়ে)

মুস্তাফী সেই! সেই! ভয় তাহলে পাও!

মণি তার পরের দিনই আবার ওই কাজে যাব।

মুস্তাফী চুপ। আমি যেন ভিলেন আর তুমি হিরোইন! আমি তোমাকে বাঁচবার সুযোগ দিচ্ছি আর তুমি মস্করা করছ। রাজনীতি, তাই না? সমাধি দেবার চেষ্টা। শোকের হাহাকার অ্যাঁ? কিন্তু তুমি তো সত্য কি তা জানো না। আরে মূঢ় কার জন্যে প্রাণ দিবি? দীপ্যমান একটি পশু। সে একবার তার বাবাকে, তোমার বাবাকে মেরেছিল এবং বিভাবসু হাসছিল তখন।

অন্তিগোনে ।। মিথ্যে!

মুস্তাফী তুমি তখন ছোটো ছিলে। আগে শোন, দীপ্যমান রাজ্যের বাইরে পালায় এবং তার পরই বারবার গুপ্তঘাতকের দ্বারা তোমার বাবার প্রাণহানির চেষ্টা করে। এদিকে বিভাবসু দেশের প্রধান হল এবং কীভাবে দেশটাকে বিদেশের কাছে বেঁচে দেবে তার ব্যবস্থা করল। দীপ্যমানের ভাড়া করা খুনিরা, লোফাররা তাকে হত্যা করল। তখন আমি বিভাবসুর দিক নিয়েছিলাম কিন্তু জানতাম তার পতন আসন্ন।

একজোড়া অফ্ বিট্ ভাই! একজন বাইরে থেকে বাজার গরম করার চেষ্টা করল। একজন দেশের মাথা হয়ে নিল সব ভৌতিক সিদ্ধান্ত। বিভাবসুকে আমি একটু মানুষের মতো ভাবতাম বলে তার মৃতদেহটা আমি রোদে জলে পচতে দিইনি।

মণি সব গোলমাল লাগে।

মুস্তাফী হিমনকে ডাকো বলো তোমাকে ভালোবাসতে। জীবন অতি সরল। বিবাহ, সংসার, সন্তান। জীবন থেকে সুখ নিংড়ে নিতে হয়। এবং যতটুকু সুখ তুমি আদায় করবে জীবন ততটুকুই।

মণি গণিকার মতো নির্বোধ সংসারের পাশবালিশের মতো বাঁচা শুধু সুখ? মরণের সুখ কিছু নাই ওগো পলিটিশিয়ান?

বিদেশে যাব না বলে বোকা

কেরিয়ার বুঝি না বলে বাজে

আপন ঐতিহ্য মেনে মৃতের শিয়রে মন্ত্র পড়ব বলে তত আধুনিক নই?

ক্রেয়ন, তুমি দীপ্যমান ও বিভাবসুকে হত্যা করেছ।

মুস্তাফী চার দেওয়ালের মধ্যে বলব হ্যাঁ। ওরা আবেগতাড়িত, ওদের মৃত্যুই শ্রেয়।

মণি কিন্তু এই মৃত্যু বিধান করার তুমি কে?

মুস্তাফী কারণ আমি তো সে যে নব্বই শতাংশ লোকের মন বোঝে। মানুষ চায় শাসন ও শৃঙ্খলা। রুটি, নুন, সস্তায় মজবুত জন্মনিরোধক, নাইট ক্লাবের নৃত্য, উড়াল পুল, পার্কের ফোয়ারার উচ্চতা—এই, এই সমস্তকে একটি সুতোয় বেঁধে পরিবেশন করতে পারব একমাত্র আমি, কেননা আমার বাস্তব জ্ঞান আছে, নেই অবাস্তব আত্মগৌরব বা তোমার মৃত পিতার মত বংশগৌরব।

মণি (হাসে) হায়রে গর্বিত প্রভু! তবু যদি দীপ্যমান সব না জেনে যেত!

মুস্তাফী মানে?

মণি একতাড়া চিঠির নকল আছে, সি.ডি. আছে— কার থেকে কত নিচ্ছ, কোন্ মালটিন্যাশন্যালকে তলে তলে বেচে দিচ্ছ সোনার মাতৃভুমি, কিন্তু আমি বলছি যারা কথা বলছে না তারা কথা বলবে সেই সব দরিদ্র শ্রমিক, পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, ইঁটভাটার কর্মী যাদের নাগরিকত্ব নেই।

মুস্তাফী তোমার মুখে দিতে হবে এক চামচ হলুদ তরল (চেপে ধরে)

(রত্নাবলি আসে)

রত্নাবলি ক্রেয়ন!

মুস্তাফী ওফ্, একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

রত্নাবলি পাশের ঘরে তিনজন প্রহরী এসে জোরে ফিস ফিস করছিল কেন? কে গিয়েছিল মৃতদেহের কাছে?

মুস্তাফী উফ্! অবাধ্য কুত্তার দল। ওদের জিভ কেটে নিতে হবে।

রত্নাবলি কি করছিস তুই মণি? তুই কি— ?

মণি হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি।

রত্নাবলি ওকে মাপ করে দাও, ও উন্মাদিনী।

মুস্তাফী অ্যাই প্রহরীদের দল—

(প্রহরীরা আসে)

মুস্তাফী এতো কথা বলিস কেন! (রত্নাবলিকে দেখায়) ওকে বাঁধ, মুখ বন্ধ কর।

মণি ক্রেয়ন, না, না, দিদিকে কেন তুমি—

মুস্তাফী অতি সরল ও। ও এখন সব জেনে গেছে। তোমাকে মানুষ শাস্তি দেবে। ওকে তার আগেই শেষ করা দরকার।

(রত্নাবলিকে প্রহরীরা শুইয়ে দেয় একটি কেদারায়)

মুস্তাফী ওর মুখে বিষ দাও মণিদীপা—যাও—(প্রহরীদের) দাও বিষ দাও। ইস্ আন্তিগোনে ইসমেনেকে হত্যা করল। কারণ ইসমেনে হিমনকে একবার পেতে চেয়েছিল। ছি, ছি—

(মণিদীপাকে প্রহরীরা চেপে ধরে থাকে)

প্রহরী ১ এই-ই হল আন্তিগোনে।

প্রহরী ২ ও ইসমেনে।

প্রহরী ৩ আমরা চিনতাম না

প্রহরী ১ আমরা কর্তব্যের দাস

প্রহরী ২ মাগিটা যে মরল সে বেশ ইয়ে মতন, দ্যাখো মরে গেছে কিন্তু মাইগুলো বেশ ফুলে আছে।

প্রহরী ৩ ক্রেয়ন শুনতে পাবে।

প্রহরী ২ আরে এসব কথা এখন ওর কানে যাবে না, ওর এখন বিপদ। ঘরের মেয়ে দেশদ্রোহী!

প্রহরী ৩ মরা মেয়েছেলের গা কতক্ষণ গরম থাকে?

প্রহরী ২ জানি না।

প্রহরী ৩ ফাঁকা হয়ে গেলে রাজকুমারীর পা দুটো কেমন সুন্দর দেখে নিতাম।

মুস্তাফী শোনা কুকুরের দল। ছবিলাল, তুমি বয়স্ক, তুমি জিম্মাদার, বাঁচতে চাও?

প্রহরী ১ কে না চায়। যদি আপনি বাঁচতে দেন।

মুস্তাফী ছোটো বোন বড়ো বোনকে অকারণে হত্যা করল। তোমরা দেখেছ?

প্রহরী ১ হ্যাঁ

মুস্তাফী চমৎকার

মণি বোকাচোদা বেজন্মা চুতিয়ার দল।

প্রহরীরা ইস্‌স্‌স্‌

মুস্তাফী এই ভাষাটাও শুনলে তোমরা!

প্রহরী ১ একেবারেই, মানে. কি বলব

প্রহরী ২ না, না আর কিছু বলবার নেই।

প্রহরী ৩ খানকিদের বুলি এর চেয়ে ভালো।

মুস্তাফী এর শাস্তি হবে। খুন ও অভব্যতার জন্য যাও। তোমরা সাক্ষী।

(প্রহরীরা নিয়ে যায় মণিদীপাকে)

মণিদীপা খানকির বাচ্চাও শোভন শব্দ। কেননা খানকির বাচ্চাও তো মানুষ। বেজন্মা কোনো গালাগাল নয়। 'জন্ম হোক' বলাই শ্রেষ্ঠ নিন্দার ভাষা! চলে—

(অন্ধকার)

প্রবাহ চার

(রাজপ্রাসাদ। মুস্তাফী ও চিত্রলেখা। চিত্রলেখা মুস্তাফীর পিঠে পুলোভার কোট মাপছে)

চিত্রলেকা মাপটা আরর একটু ছোটো করতে হবে। তোমার পিঠটা কেমন ছোটো হয়ে গেছে, ক্রেয়ন।

মুস্তাফী বয়স! কাজের চাপ!

চিত্রলেখা মণিদীপার তাহলে মৃত্যুই হবে?

মুস্তাফী ও যে সেটাই চাইল। দীপ্যমানের সমাধির কথাটা আমি ম্যানেজ করে নিতে চাইলাম, ও তাই থেকে সুখ, স্বাধীনতা, জীবনের প্রকৃত অর্থ এইসব নিয়ে প্রশ্ন তুলল। এবং বারবার হিমনকে অপমান করল। এবং সে যে কী ভাষা তা বলবার অযোগ্য। একেবারে লুমপেনদের ভাষা, কিংবা ও হয়তো ওইসব ভাষা উচ্চারণ করে থাকে অবদমিত কামোত্তেজনা প্রকাশের জন্য। হিমন আঘাত পাবে, ওর যে শিল্পীমন, কদর্য কিছু যে ও সইতে পারে না। কি করে বোঝাব?

চিত্রলেখা বুঝে নেবে ও। পারবে। এখানে রত্নাবলি গায়ে চাদর দিয়ে কেন শুয়ে আছে?

মুস্তাফী ও যে খুন হল

চিত্রলেখা ও! পিঠটা আর একবার দেখি! ইস্‌স্ পিঠটা আরও ছোটো লাগছে

মুস্তাফী বয়স! কাজের চাপ!

চিত্রলেখা রত্নাবলি যে খুন হল, তোমার সামনে হল? তুমি কিছু করলে না?

মুস্তাফী সেবা করবার অছিলায় মণিদীপা তার দিদির মুখে বিষ দিল যে।

চিত্রলেখা মণি!

মুস্তাফী ওরা কলহ করছিল। হিমনকে নিয়ে। হিমনকে হয়তো রত্নাবলির ভালো লাগে। হয়তো হিমন নির্জনে রত্নাবলিকে চুমো খেয়েছে, বলতে গেলে ওটা কিছুই না, সেই নিয়ে মণি রত্নাকে বলতে লাগল, রত্না বলল, তোর ওই কেঠো শরীর দিয়ে হিমনের মন ভেজাতে পারবি না— ব্যাস ঝটাপটি! রত্নাবলির শরীর খারাপ করতে লাগল। তখন মণি মাপ চাইল, ওকে ডিভানে শুতে সাহায্য করল এবং তারপরেই বিষ দিল। প্রহরীদের সামনে।

চিত্রলেখা প্রহরীরা বাধা দিল না?

মুস্তাফী ওরা ভাবতেই পারেনি যে—

চিত্রলেখা তাহলে ওরা ভাবতেই পারেনি, তাই তো?

মুস্তাফী না, হয়তো ভেবেছিল, কিন্তু ওরা তো নির্দেশের দাস।

চিত্রলেখা হ্যাঁ, সেই, তাহলে ওদের বা তোমাদের কোনো দোষ নেই। ঠিক আছে। ওকি, দেখো, পাগলের মত ছুটে আসছে হিমন। কেন? কেন?

(বাদলের দ্রুত প্রবেশ)

মুস্তাফী আয় বাদল

বাদল আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলব, বাবা।

মুস্তাফী উত্তেজনা প্রশমিত করো প্রথমে।

বাদল সম্ভব নয়।

মুস্তাফী তোমার ফিল্মের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো বাদল।

বাদল চুলোয় গেছে ফিল্ম।

মুস্তাফী ছি, ছি বাদল, তোমার শিক্ষা, ধ্যান, জ্ঞান সব যাবে। তাছাড়া তুমি দুর্বল মনের মানুষ। চুপ করে যাও। নইলে ভয়ানক লজ্জা পাবে পরে।

বাদল আমি দুর্বল নই বাবা, আমি ভদ্রতার বেড়া পেরোই না বলে এইরকম মনে হয়

মুস্তাফী তাই নাকি? কিন্তু মণিদীপাও তোমাকে দুর্বল এমনকি কুৎসিত অবদি বলল। এর দন্ডবিধান তো করতেই হবে। রাজ্যের যে-কোনো মানুষ এই কথা বললে যে শাস্তি পেত মণিদীপারও তাই হবে। শোন আমি মিডিয়াকে বলে দেব যাতে

এখন থেকেই তোমার ফিল্ম নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয়।

বদাল থামো বাবা। জানো তুমি সারা থেবাই-এর লোক বলছে পলিনাইকেস কেন মৃতদেহ হয়ে রোদে জলে পচছে? কেন তার সংস্কার হবে না? মণি কি করল যার জন্য সে কারাগারে?

মুস্তাফী দীপ্যমান দেশদ্রোহী। যে তার প্রতি ভালোবাসা দেখাবে, সেও দেশদ্রোহী। এটাই সবাই বলছে।

বাদল বলছে না, তুমি শুনতে চাও বলে শুনতে পাও না, বাবা তোমার সামনে বিপদ, মণিকে হত্যা কোরো না, তাছাড়া সে আমার...যাকগে সে কথা।

মুস্তাফী চলে যাও তুমি। একমাত্র তোমাকে দেখলেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি।

বাদল যুক্তির দিকে কর্ণ ফিরাও হে শক্তির দুর্মদ ভরপুর মদে চুর একবার দেখ চেয়ে প্রাসাদের শীর্ষে উঠে নীচে মানুষের রণ রক্ত সফলতা সমস্তই একদিন হাঁ করে গিলে নেবে এই মহাব্যোম। কিন্তু যতদিন বাঁচা ততদিন ক্ষীণভাব মনুষ্যের যে কান্না যায় না শোনা, তাকে যদি একবার শোনো

মুস্তাফী নির্বোধ—

বাদল অন্ধ অহংকারী—

মুস্তাফী কে এই থেবাইকে রক্ষা করেছে রে! এতিক্লিস আর পলিনাইকেস দুজনেই যে যার মতো করে অপদার্থ ছিলো। তাদের সরে যেতে হল নইলে দেশ বাঁচত না। গণতন্ত্র বাঁচত না।

বাদল রাজতন্ত্র বলো

মুস্তাফী একটা মেয়েমানুষের জন্যে তুমি আমাকে এইভাবে ফিউডাল বললে? ওকে তো মরতেই হবে—

(বাদল পাগলের মত হাসে)

বাদল কি বোকা তুমি বাবা! আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম বাবা। তুমি কি করে ভাবলে যে দেশদ্রোহীর সঙ্গে আমি অ্যাডজাস্ট করব? প্রেম তো সহজেই পাওয়া যায়, তাই না?

মুস্তাফী তুমি ... আ আ ... মার সঙ্গে ... চমৎকার ... তুমি তো আমার উপযুক্ত পুত্র দেখছি। রাজনীতির চূড়ান্ত পাঠ ভোলবদলটি কখন অধ্যয়ন করলে হে?

বাদল তোমার জীবনের মহাকাব্যই আমার পাঠ, বাবা। আর শোনো আন্তিগোনের মৃত্যু আমার হাতেই হোক, আমি চাই।

(চিত্রলেখা উল বুনো চলেছে মাথা নীচু করে)

মুস্তাফী তার মানে তুমি মণিদীপার সঙ্গে অভিনয় করেছ?

বাদল (হেসে) এসব কথা থাক বাবা। বলছি কি মন্ত্রীপরিষদ কি প্রাণদণ্ডে সম্মত হবে?

মুস্তাফী বছরে চারবার বিদেশে যান প্রত্যেক মন্ত্রী, তাই না? তাছাড়া আরও দুটি অভিযোগ আছে, রত্নাবলি হত্যা ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ।

বাদল রত্নাবলি হত্যা? কি বলছ?

চিত্রলেখা ওই তো ডিভানে

(বাদল গিয়ে দেখে)

বাদল বিষে নীলবর্ণ।

মুস্তাফী আমার দোষ নেই। আন্তিগোনে ওকে বিষ দিল। অবশ্য ও যা যা বলেছিল তাতে করে মণির কোনো উপায় ছিল না। তোমার নামে অপবাদ দিল রত্নাবলি, বলল তোমার সঙ্গে গোপনে মিলন হত রত্নাবলির, যদিচ ও জানত যে তুমি অন্যের। সত্য হোক নিথ্যা হোক প্রেমিকার পক্ষে কষ্টের। তারপর ও নোংরা আনপার্লামেন্টারি ভাষা বলল। সাক্ষী আছে তিনজন...

(বাদল মাথা নীচু করে চলে যায়। চিত্রলেখা উল বোনে, অন্ধকার)

প্রবাহ পাঁচ

(মঞ্চের তৃতীয় স্তর। একটি কুঠুরির আদল।
ছবিলাল অর্থাৎ প্রথম প্রহরী ও মণিদীপা)

ছবি তুমি যে আয়দিপাউসের মেয়ে তা আমি জানতাম না।

মণি জানলেই কী হত?

ছবি কি যে হত তা কী বলা যায়?

মণি হয়তো একটু কম জোরে চেপে ধরতে।

ছবি সরি। আমার হাত দুটো কর্কশ। প্রশাসনের কর্মী তো! কিন্তু আমি মন্দ নই, ঘরে বউ বাচ্চা আছে।

মণি ছেলে না মেয়ে?

ছবি দুটো মেয়ে।

মণি পড়ে?

য়বি বড়োটা বি. এ. দেবে। ছোটোটার জন্ম থেকেই মগজের ব্যামো। যা পেরেছি করেছি, তবে সীমিত আয়। বড়ো খালি টাকা চায়, আইনক্সে সিনেমা দেখবে। কি করে জোগাব বলো তো!

মণি আহা রে!

ছবি ছোটোটা কি কোনোদিন সারবে? কে দেখবে আমি মারা গেলে? আচ্ছা বাচ্চারা যে এইরকম হয়ে জন্মায় এতে কার বেশি দোষ বাবার না মা-এর?

মণি কার আবার দোষ?

ছবি মার দোষ। মার পেটেই তো বাচ্চা থাকে। তাই না? কী বল?

মণি মরার আগে সময় পেলে ভেবে দেখব।

ছবি ভাবা হলে বলবে কিন্তু।

(মণিদীপা আহত জন্তুর মতো চিৎকার করে ওঠে)

ছবি এইবার চেঁচানি শুরু হল।

মণি সাধারণত কীভাবে মারে?

ছবি সাধারণত তলোয়ারটা পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়।

মণি লাগে খুব?

ছবি পেটের মধ্যে ঢোকালে কেমন লাগে জানি না তবে ওটা যখন পেটের মধ্যে ঘোরায় তখন অবশ্য মুস্তাফী—
(মণি বমি করে)

মণি মাগো—

ছবি এখনও সময় আছে, মাপ চেয়ে নাও। শুনছি হিমন তোমার ভাবী স্বামী, সে তোমাকে বাঁচাবে না?

মণি বমি আসছে আবার।

ছবি এহেহেহে সব ভাসিয়ে দেবে দেখছি—

মণি হিমন! হিমন!

ছবি যোগাযোগ করব?

মণি একদম না।

ছবি ওই আজ্ঞাপত্রটি পড়ে যাতে শাস্তির ব্যাপারটা লেখা থাকে, সরিয়ে রাখি, বমিতে ভিজে যাবে।

মণি কী লেখা আছে?

ছবি দেখছি। (পড়ে) ‘‘মণিদীপাকে দেশদ্রোহিতার জন্য, খুনের জন্য ও নোংরা কথা বলবার জন্য জীবন্ত প্রস্তরকারারুদ্ধ’’, ও, তরোয়াল নয় তাহলে?

মণি মানে?

ছবি ওই পাথরের গুহার মধ্যে ফেলে পাথর দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দেবে। দম বন্ধ করে দেবে। দম বন্ধ। না খাবার না জল— তুমি দ্রুত মরণের জন্য প্রাথনা করবে বা দেওয়ালে মাথা ঢুকবে। কিন্তু হিমনের প্রেমিকারও বাঁচবার অধিকার নেই? না, না বাবা এসব নিয়ে কিছু বলব না, কেননা আমি নিজের চোখে দেখেছি তুমি নিজের দিদিকে হত্যা করেছ।

মণি উফ্, কি শীত!

ছবি এখানে কম্বলের কোনো ব্যবস্থা নেই।

মণি আমাকে একটুকরো কাগজ আর পেনসিল দেবে?

ছবি কোনো ব্যবস্থা নেই।

মণি প্লিজ—

ছবি এমনি এমনি কি হয়?

মণি কাছে এসো, দেখ, আমার বাঁ হাতে একটা কবচ আছে, সোনার, মাংসে বসে গেছে। কেটে নাও। ছুরি আছে?

ছবি রক্ত পড়বে যে? লাগবে—

মণি কিছু হবে না, মরতেই তো চলেছি। ওটা বেচে যা পাবে তাতে বড়ো মেয়েকে দামি লিপস্টিক কিনে দেবে কিন্তু। দাও কাগজ পেনসিল। তাকে চিঠি দিয়ে এসো তারপর কবচ নেবে।

ছবি ওরে বাবা তা হয় না। ধারে কারবার হয় না। হয়তো আমি চিঠিটা নিয়ে গেলাম আর হিমন তোমাকে মারতে চলে এল, তখন আমি কি করে কবচটা পাব?

মণি হিমন?

ছবি এটা তোমার বলা উচিত হল না, তবে শুনলাম যে...

মণি কবচটা কেটে নাও। আর আমার বেদনা লাগবে না। চিঠিটা যাবে তো?

প্রহরী একশো ভাগ যাবে। কিন্তু আমার ছুরিটায় তেমন ধার নেই, বেশ জোর দিতে হবে।

মণি কাটো শিগগির।

প্রহরী ঠিক আছে। (ছুরি বসায়) লাগল?

মণি একদম না

প্রহরী চেঁচিও না কিন্তু, আমার ওপরওয়ালারা শুনতে পেলে আমার দশা নিকেশ করে দেবে।

মণি চেঁচাচ্ছি না তো—

প্রহরী বেশ পুরনো কবচ। ভালোই দাম হবে। দাঁড়াও, এবার কাগজ পেনসিল দিই (কাগজ পেনসিল পকেট থেকে বার করে) সঙ্গে রাখি, যদি কেউ চায়—

মণি দাও।

প্রহরী রক্ত পড়ছে। এক কাজ করো পেনসিলের শিসটা রক্তে ডুবিয়ে লেখো, বেশ গভীর মতো হবে।

মণি ওই পবিত্র রক্ত হবে সামান্য চিঠির উপকরণ। কেন?

ছবি দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি লিখো না। ওরা যদি বাইরে আমাকে সার্চ করে, তোমার হাতের লেখা পাবে, পেঁদাবে, চাকরি খাবে, কে কিনবে বড়ো মেয়ের লিপস্টিক? শোন, তুমি বলো আমি লিখছি।

মণি আমার চিঠি তুমি লিখবে?

ছবি আমার লেখা, তোমার কথা। আর হাতের লেখার ছাঁদ আমার মন্দ নয়। বলো—

মণি লেখো। আমি ডুবন্ত পাতার নৌকা ডোববার আগে বলে যাই

ছবি কবিতা না চিঠি?

মণি আঃ—

ছবি কি ধমক! হবেই। রাজার মেয়ে। বলো—

মণি আমি ডুবন্ত পাতার নৌকা ডোবাবার আগে লিখে যাই

ছবি লিখে যাই না বলে যাই? ঠিক করে বলো—

মণি যে-কোনো একটা। যা ইচ্ছে।

ছবি এরকম হয় না। মৃত্যুর আগের শেষ চিঠি কি ঠাট্টার?

মণি লেখো, গদ্যেই লেখো। আমি জানি না যে কেন মরছি আর কোন্ অজুহাতে তুমি আমার হত্যাকাণ্ডকে পবিত্র কর্ম বলে বেছে নিলে?

ছবি সম্বোধন নেই?

মণি লেখো সোনা আমার, লেখো মণি জগতে না থাকলে কত সুখী হতে পারতে তোমরা, ইতি।

ছবি আরে কার নামে চিঠি? সেটা তো বলতে হবে—
(কয়েকজন প্রহরী এসে দাঁড়ায়)

ছবি বদলি - দল এসে গেল। যাঃ নামটা যে জানা হল না।

(ছবিলাল চলে যায়)

মণি প্রহরী, শোনো, শোনো, আমার ভয় করছে কিন্তু একথা আমি লিখিনি। শুনছ এই কথাটা বোঝো... কিন্তু কাকে বলেব? নাম তো বলতে পারলাম না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় বুঝেছ যে
(নতুন প্রহরীদের দল মণিদীপার মুখ বেঁধে দেয়। অন্ধকার)

প্রবাহ ছয়

(প্রাসাদ, চিত্রলেখা, গভর্নেস ও মুস্তাফী)

চিত্রলেখা ধাইমাকে বলা দরকার যে মণি রত্নাবলিকে বিষ দিল কেন?

মুস্তাফী ইসমেনে সুন্দরী তাই হিংসা!

চিত্রলেখা শুনলে তো ধাই-মা।

মুস্তাফী আসল হল দেশদ্রোহিতা, ওসব খুন-টুন আমি ম্যানেজ করতেই পারি। ওসব কিছু না, আসল হল সুখ গণতন্ত্র এসব সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা।

ধাই ও বলত গণ আর তন্ত্রও ওকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

মুস্তাফী ফাঁপা বাক্যজাল

ধাই আপনি মার্ডারার

মুস্তাফী অ্যাঁ

চিত্রলেখা ইস্! তুমি খুশি!

মুস্তাফী দেশকে বাঁচানোর জন্যে আমি সব পারি। সুখ বা আনন্দ সম্পর্কে নানারকম আইডিয়া যদি পাঁচ পাবলিকের মাথায় ঘোরে তাহলে শেষ অবধি মানুষ ঠিক কি চায় তা বলতেই পারবে না। এসব বিষয়ে আমেরিকা যা ভাবছে সেটাই মানতে হবে এমন নয়। কিন্তু ভিখারীরও ক্রেডিট কার্ডের স্বাধীনতা থাকা উচিত। ভালোবাসা কি? যৌন আনন্দের ভালোনাম মাত্র। হিমন তা জানে। সে নিজে আন্তিগোনেকে গুহায় বন্ধ করে পাথর ফেলে গুহার মুখ বন্ধ করে দেবে। এ টিভি বি টিভি সি টিভি ডি টিভি ই টিভি সবাই আমন্ত্রিত। লাইভ প্রোগ্রাম চলবে।

ধাই হিমন এই কাজ করবে?

চিত্র একটু পিঠটা মাপব? ইস্ পিঠটা আরও ছোটো, ঘর মারতে হবে আমাকে

মুস্তাফী বয়স! কাজের চাপ!

ধাই বেশ আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। ওখানে কে শুয়ে?

চিত্র রত্নাবলির মৃতদেহ।
(কাঁদে)

ধাই বাছা আমার!

মুস্তাফী রাসায়নিকের গুণে শরীর এখনো তাজা আছে ওর। আসলে ইসমেনের মৃত্যুর যুক্তিটা খুব ধারালো না হলে ওর দেহটাকে সমাধিস্থ করা যাবে না। ভাবছি স্নেহের প্রতীক হিসেবে ওর দেহটাকে মমি করে রাখব।

ধাই ক্রেয়ন!

মুস্তাফী তোমার রাগ স্বাভাবিক দিদি। ওরা তোমার সন্তানের মতো।

ধাই দীপ্যমান বিভাবসু বাদল রত্নাবলি মণিদীপা—ওরা আমার বুকের হাড় যে!

মুস্তাফী হিমন বিবাহ করে সুন্দর সুন্দর সন্তানের জন্ম দেবে, দরকার হলে আমি দাসীদের গর্ভে জারজ সন্তানদের জন্ম দেব—কোল ভরে যাবে তোমার। কোনো দুঃখ থাকবে না

চিত্রলেখা সত্যি বলছ? কোন্ দাসীকে চাও বলো, ডেকে আনছি।

ধাই রানিমা তুমি কি পাথর?

চিত্রলেখা পাথর হলেও স্পন্দন আছে তবে সহজে জাগে না সে দোলা, যদি জাগে তবে তাকে স্থির করা প্রায় অসম্ভব।

ধাইমা। তাকে জাগাও, জাগাও
(মুস্তাফী চলে যায়। চিত্রলেখা ধাইমার হাত চেপে ধরে।)

চিত্রলেখা কাল সকালে মণিদীপার অন্তিম সময় দেখা যাক কোন্ কুঠারঘাতে লয় হয় এই মহাকাল। কোন অস্ত্রের আঘাতে শির পড়ে ভূমে, কে কাকে বাঁচাতে চেয়ে নিজে বাঁচে। লেখে কাহিনি ও সত্যের ভূমিকা। ফ্যানটাসির বিশবাঁও জলে বাস্তব ডুবে যা'ক গভর্নেস
(আলো কমে ক্রমে অন্ধকার। আবার মৃদু আলো। বাদল ও পিছনে ছবিলালের প্রবেশ)

ছবি আমার কথাগুলো একবার শুনুন যুবরাজ বাদল।

বাদল না, না, তোমার কথা শোনবার সময় আমার নেই।

ছবিলাল কথা না শুনলেও হবে, পড়তে হবে

বাদল কী পড়ব? কবিতা লিখেছ?

ছবিলাল লেখাটা প্রায় কবিতারই মতো, তবে আমি লিখিনি। যিনি লিখেছেন তিনি কাকে লিখেছেন তা বলবার আগেই বদলি

- দল চলে এল, তবে মনে হয় ওটা উনি আপনাকেই দিতে বলেছেন।

বাদল তুমি কার কথা বলছ?

ছবিলাল আন্তিগোনের কথা বলছিলাম।

বাদল তুমি আন্তিগোনেকে দেখেছ?

ছবিলালা হ্যাঁ, আমি তাঁর পাহারায় ছিলাম। এমন কি উনি যখন পলিনাইকেসের মৃতদেহের কাছে গিয়েছিলেন তখন আমিই ওনাকে ধরেছিলাম। খুব লেগেছিল বেচারীর। তবে আপনার ভাবী স্ত্রী জানলে আমি কখনোই চেপে ধরতাম না। উনি এই চিঠি দিয়েছেন।

(ছবিলাল বাদলকে চিঠি দেয় না, হাতে ধরে রাখে)

ছবি কারো নাম নেই ওপরে, আসলে বদলি - দল এসে গেল। হত্যার আগে আন্তিগোনেনকে উলঙ্গ করে স্নান করাতে হবে, মাথায় কাঁটার মুকুট পরাতে হবে।

বাদল দাও ওটা।

ছবিলাল এমনি এমনি?

বাদল কি নেবে?

ছবিলাল তুমি যুবরাজ। হাত বাড়ালেই পর্বত।

বাদল এই আঙটি?

ছবিলাল সোনা আমি আনেকখানি পেয়ে গেছি।

বাদল তাহলে কী দেব?

ছবি এখন দরকার দামি দামি পোশাক, জরি নয়, হীরে বসানো।

বাদল আমার পোশাক খুলে দিচ্ছি।

ছবি পুরুষের না, যুবতি মেয়েদের মানাবে এইরকম পোশাক।

বাদল সে রকম এখন কী করে পাব? পরে এসো, চিঠিটা দাও।

ছবি পরে কি হবে না হবে বোঝা যায়? আপনাকে কি আর ধরতে পারব? যদি আপনি প্রেমিক হন তাহলে আন্তিগোনেকে বাঁচাবার জন্যে লড়াই করে প্রাণ দেবেন। নইলে আপনি, সেই কাজ করবেন যা আলোচনা হচ্ছে, তা হল এই যে আপনার নিজের হাতে দণ্ডবিধান করবেন, এবং তারপর আপনি এত উন্নতি করবেন যে আমি আপনার নাগাল পাব না। এই দেখ, ওই কৌচে সাদা কাপড় ঢাকা দেওয়া একটি মৃতদেহ, তাই না?

বাদল তোমার, নজর সাফ।

ছবিলাল ও তো মারা গেছে। ওর পোশাকগুলো খুলে নিই?

বাদল বৃদ্ধ ভাম, একজন মৃত যুবতিকে নিরাবরণ করবে?

ছবি ও তো আর বেঁচে নেই স্যার। লজ্জায় ককিয়ে উঠেও তো আর বুক ঢাকবে না, আমিও তো কোনো অসম্মানের কাজ করব না। পোশাক খুলে আবার সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেব। রাজার মেয়ের মাই হলেও এখন শক্ত হয়ে গেছে, আর কোনো মজা নেই।

বাদল বাস্টার্ড আই ইউল কিল ইউ।

(ছবিলাল ছুরি বার করে)

ছবি বেশি কথা বললে আমি মেরে দেবো তোমায়, যুবরাজ। আমার দরকার পোশাক!

(ছবিলাল রত্নাবলির পোশাক খুলে নেয়)

একে কেন পচানো হচ্ছে কে জানে! এই নাও চিঠি!

বাদল এ...এ হাতের লেখা আন্তিগোনের নয়।

ছবিলালা আমার হাতের লেখা।

বাদল তুমি আন্তিগোনের নাম দিয়ে এ চিঠি লিখেছ কেন?

ছবিলাল আরে না না সে নিজেই লিখেছে।

বাদল তুমি হয়তো তাকে হত্যা করেছ—

ছবিলাল আমার ছুরিতে অবশ্য আন্তিগোনের রক্ত লেগে আছে।

বাদল তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করছ যে—

ছবিলাল না, না ওই কবচটা খুলতে গিয়ে একটু রক্ত লেগেছিল, একটু অস্ত্রপ্রয়োগ করতে হয়েছিল আর কি। আরে হাতের লেখাটা আমার না হলে আমিও মরতাম। যাকগে যাক, সোনা হল, জামাকাপড় হল, এবার মেয়েটাকে খুশি করতে পারি কি না দেখি। রাজা মরুক, আমি যেন বাঁচি। যাও যুবরাজ উত্তরের পাহাড়ের গুহায় আন্তিগোনের জীবন্ত সমাধি হবে। তোমারই তো দায়িত্ব সেকাজের।

(ছবিলাল চলে যায়। আবহে মণিদীপার গলার স্বর ভাসছে)

মণিদীপা (স্বর) পৃথিবীতে আমি না থাকলে সবাই খুশি হতে পারে তাই না বাদল। আমি জানি ভালোবাসো আমাকে কিন্তু পাশে দাঁড়াবার সময় পাও না। আমি তোমার দোষ দিই না, তুমি দুর্বল ধাতের মানুষ আমাকে বিস্মৃত হও বদাল...

(আলো মন্দীকৃত)

প্রবাহ সাত

গুহামুখ। তিন বৃদ্ধ কথা বলে।

মুক্ত নানাভাবে শেষ হতে পারে আবেগের। কখনো-কখনো সে চরিতার্থতা পায়, কখনও বা ঝরে পরে কুসুমের মতো। মণিদীপার কথা, ভাষা যেন ওই ঝরে - পড়া কোনো কিছুর মতো আছে স্থির বিষয়ের বিপরীতে। সমাজের ব্যাকরণের নিরিখে এই সব কথা আজ কুয়াশার মতো, তবে এমন তো নয় যে ক্রেয়নদের কোনো ক্রাইসিস নেই, সমাজের নেতা বা রাজার উদ্যোগ যেন পাকানো মন্ত্র রাজনীতির —অন্যকে, অন্য মতকে পিষে মেরে চলে তার

জয়রথ। যে আছে আজ ছোটো ও মৃদু যে আজ শাসককে প্রশ্ন করে কে জানে ভার পেলে সে হবে না হিটলার? সিংহাসনের নিজস্ব প্রভাবে টিকটিকি হয়ে ওঠে টেরোড্যাকটিল। এই কাহিনি গ্রিক কাহিনিপটে হল সময়ের অতীত। তাই বারবার একই কাহিনি নাটক - কারের মনে নূতন প্রশ্নের করে সূত্রপাত দেখা যাক, মণিদীপার কি হল?
(গুহারমুখে বিভিন্ন টেলিভিশন ক্যামেরার মুখ এবং সাংবাদিকদের ভীড়। মুস্তাফীকে দেখা যায়।)

সাংবাদিক ১ একটাই প্রশ্ন—
মুস্তাফী বলুন
সাংবাদিক ১ আপনি নাকি মন্ত্রীপরিষদকে অগ্রাহ্য করেছেন?
মুস্তাফী কখনোই না, গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত ওই দণ্ডাদেশ।
সাংবাদিক ২ মণিদীপার শাস্তি আপনি সহ্য করতে পারবেন?
মুস্তাফী ব্যক্তিগত আবেগের চেয়ে দেশ বড়ো, নিয়ম বড়ো
সাংবাদিক ৩ মৃতদেহটির কি পরে সৎকার হবে?
মুস্তাফী না, প্রস্তরকন্দরে তার মেদ মজ্জাহাড় মৃত্তিকায় বিলীন হবে
সাংবাদিক ১ এই দণ্ডের পিছনে কী কী রাজনৈতিক দর্শন কাজ করছে?
মুস্তাফী তিলে তিলে মরণ আমার প্রার্থিত।
গুলি বা ফাঁসি এক লহমার। ওরা দাঙ্গার সময়ে কারও পক্ষ না নিয়ে রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেছিল। সহজ সব বিষয়কে থিওরি দিয়ে জটিল করেছিল পলিনাইকেস (গভর্নেস ছুটে ছুটে আসে)
ধাই এই যে সাংবাদিকরা। আমার ইন্টারভিউ নাও।
আমার ফটো তোলো।
মুস্তাফী ওনাকে ফুল বুঝবেন না। উনি গভর্নেস।
স্নেহশীলা। উনি ঘটনাকে মানতে পারছেন না।
ধাই কোন্ ঘটনাটা ক্রেয়ন?
মুস্তাফী ইসমেনে ও আন্তিগোনের মৃত্যু।
ধাই না— আ— আ। আমি মানতে পারছি না
মিঃ মুস্তাফী আপনার অসভ্যতা নিষ্ঠুরতা
মুস্তাফী ছি ছি এসব কী বলছ?
সাংবাদিক ১ আমরা আন্তিগোনের সঙ্গে কথা বলতে চাই—
সাংবাদিক ২ হ্যাঁ হ্যাঁ—
সাংবাদিক ৩ আমিও চাই, গরম কভার স্টোরি হবে
মুস্তাফী গণতন্ত্রে মানে মুস্তাফীর গণতন্ত্রে এসবও সম্ভব।
মণিদীপাকে আনো—ও—ও।
ধাই উফ্ তাকে দেখতে পাব!
(প্রহরীরা মণিদীপাকে নিয়ে আসে)
মুস্তাফী মেয়েটির মুখের ভাষা বড়ো খারাপ,
সংবাদিকগণ সাবধানে কথা বলবেন।
সাংবাদিক ১ মণিদীপা, আপনি অপরাধী? নিজেকে কি মনে করেন?
মণি আমি মুস্তাফীর অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করছিলাম মাত্র।
সাংবাদিক ২ আপনি কি দীপ্যমানের মৃতদেহের সৎকার চান?
মণি চাই।
সাংবাদিক ৩ সে দেশদ্রোহী জানেন না?
মণি জানেন না যে সে আমার ভাই? তাছাড়া সে দেশদ্রোহী নয়। সে এই গণতন্ত্রের বকলমে যে রাজতন্ত্র তার থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করতেই চেয়েছিল।
সাংবাদিক ১ কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের গৃহীত নীতি—ই তো তাই যে দেশদ্রোহীর মৃতদেহ পড়ে থাকবে প্রান্তরে যাকে কাক চিল ও শকুনের দ্বারা তার মেদ মজ্জা রক্ত অপসারিত হয়।
সাংবাদিক ২ তাহলে একথা সত্য যে রেগে গেলে আপনি ইতরের ভাষা প্রয়োগ করেন?
মণিদীপা কোন্ ভাষা সাধু তা কি তুই বলে দিবি ওরে কুত্তীর বাচ্চা যারা শাসকের মনোমত করে লিখিস প্রতিবাদ?
(সাংবাদিকরা গুনগুন করে— এর তো মাথা খারাপ দেখছি)
সাংবাদিক ১ মিডিয়াকে এইভাবে অপমান?
সাংবাদিক ২ মৃত্যুর সম্মুখে এসে উনি ভীত আসলে সম্ভবত এই কারণে এই বিষ - উদগার।
সাংবাদিক ৩ বেশ, কিন্তু নারীর মুখে কি পুরুষের গালাগালি শোভা পায়?–
সাংবাদিক ১ আমার তো বেশ লাগছিল। এই আরও কিছু বলো—
(মুস্তাফী হেসে ওঠে)
মুস্তাফী তোমার কথাগুলো ওদের ভালো লেগেছে আন্তিগোনে।
মণিদীপা যা করবি শিগরিরি কর, নখা কচ্চিস কেন সস্তার বেশ্যাদের মতো।
মুস্তাফী বাঃ, বেশ ভালোরকম উত্তেজিত করা গেছে।
সাংবাদিক ১ এর ভাষা আনপার্লামেন্টারি।
মণিদীপা এই মৃত্যুগুহার সামনে কি হারামিদের পার্লামেন্ট তোরা বসালি রে বেজন্মার দল?
সাংবাদিক ২ এ দেখছি সমাজে থাকার অযোগ্য।
মুস্তাফী ওইতো হিমন এসে গেছে।

(ধাই-মা এতক্ষণ মণিদীপার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। এইবার মণি ধাই মাকে দেখতে পায়, অন্যদিকে বাদল)

মণি ধাইমা, ওই যে বাদল এসে গেছে।

ধাইমা বাদল, বাদল, আমি এ কি শুনছি

মুস্তাফী কে আছিস এই বুড়ীকে গ্রফতার কর।

বাদল বাবা!

মুস্তাফী আবেগে ভেসে যেয়ো না বাদল। আঘাত করো, প্রমাণ করো যে দেশ বড়ো, প্রেম নয়।

(বাদল পাগলের মতো হাসে)

বাদল মণি আমাকে দুর্বল ভাবে বাবা। ও জানে না বাদলের বুকের ভিতরে কি আগুন। আমি তোমাকে ঠকাতে পেরেছিলাম বাবা। শোন সাংবাদিকগণ রত্নাবলিকে হত্যা করেছে স্বয়ং প্রভু মুস্তাফী, আমি চললাম মণির সঙ্গে।

(বাদল মণিদীপার হাত ধরে টেনে নেয়, চুমো খায়, এবং ঝাঁপ দেয় গুহার মধ্যে)

ধাই ধন্য হল এ বৃদ্ধ চোখ যৌবনের অগ্নিশিখা দেখে

(বাদলের গলা শোনা যাচ্ছে)

বাদল এই নাটকের হিরো হলাম আমি, আমি।

মুস্তাফী পাথর সরাও, সরাও, আমার পুত্রকে বাতাস দাও, ও যেন বেঁচে থাকে হে ভগবান

(ধাইমাকে প্রহরীরা নিয়ে যায়। মুস্তাফী গুহার মধ্যে নেমে যাবার চেষ্টা করে। দুরে চিত্রলেখাকে দেখা যায়। উল বুনছে। ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুলছ)

প্রবাহ আট

(গুহার অভ্যন্তর। তিন বৃদ্ধ।)

সূক্ত আলোকে আলোকময় করো হে জীবননাথ এ গুহার আঁধার সরাও। কতো কতো ভাবে শেষ হতে পারে চরিতার্থতার। এসো ভাবো একবার, এইখানে মৃত্যু আছে নিবিড় ভূমিকা নিয়ে তার। হতে পারে যে মণি আত্মহত্যা করল, পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল বাদল। এমনি সময়ে নেমে এসো মুস্তাফী শব্দহীন।

(মণি ফাঁসিতে ঝুলন্ত। পায়ের কাছে পড়ে বাদল। মুস্তাফীকে দেখা যায়)

মুস্তাফী বাদল, বাদল, আমি তোমাদের দূর দেশে পাঠিয়ে দেব, পালাবে তুমি মণিকে সঙ্গে নিয়ে, আমি কথা দিচ্ছি বাপ।

(চিত্রলেখাকে দেখা যায়)

চিত্রলেখা রাজা!

মুস্তাফী তুমি?

চিত্রলেকা এই পুলোভারটা মাপব, কি অন্ধকার

(বাদল ওঠে। হাতে ছুরিকা।)

বাদল হিংস্র পশু। হত্যা করব আমি তোমাকে

(বাদল মুস্তাফীকে ধরে, কিন্তু ছুরি বসায় নিজের পেটে, পড়ে যায়। ইতিমধ্যে চিত্রলেখা মুস্তাফীর পিঠে পুলোভার রেখে মাপতে শুরু করেছে।)

চিত্রলেখা পিঠটা বড়ো ছোটো হয়ে গেছে।

মুস্তাফী বয়স, কাজের চাপ।

(তিন বৃদ্ধ আবার কথা বলে)

সূক্ত আর একরকমভাবে হতে পারে অন্তিম বিবরণ। পিতার হাতে পুত্রের মরণ কি খুব অসম্ভব?

হিমন হিংস্র পশু, হতা করব আমি তোমাকে

(মুস্তাফী ছুরি কেড়ে নেয় এবং পুত্রকে হত্যা করে। চিত্রলেখা পিঠের মাপ নেয়)

চিত্রলেখা পিঠটা বড্ডই

(তিন বৃদ্ধ আবার কথা বলে)

সূক্ত আরও রকমফের আছে ভদ্রজন। সমাজে সংসারে কিছু পজিটিভ না লিখলে ঝক্কড় কবির জোটে না শিরোপা। তাই যদি ওরা বাঁচে, বেঁচে ওঠে, বেঁচে থাকে তবে তা প্রভূত আনন্দের ও কল্পনাতীত বলে সুন্দরের প্রমাণ স্বরূপ। কিন্তু এই সব দৃশ্য বিশেষ বদহজম হয় যদি যুক্তি ও কবিতার শৃঙ্খল হয়ে যায় ঘটনার অতীত, অর্থাৎ নাটক নিজেকে বিশৃঙ্খল করে দেয় নষ্ট হবে বলে...

(মণিদীপাকে আত্মহত্যা করতে দেয় না বাদল, টেনে আনে নিজের কাছে, মুস্তাফী আসে, বাদল মুস্তাফীকে হত্যা করে।)

চিত্রলেখা অনুমতি দিলে ওর পিঠটা মাপতাম। ইস্ একদম বেঁকে গেছে। এবার আমি বিষ খাব। বাদল তুমি হয়তো ঠিকঠাক রাজা হবে। মণি হবে রানি, কিন্তু পিঠ যেন না বেঁ কে যায় শেষ অবধি। আমাকে এবার বিষ নিতে হবে কেনন না আমি দেখে গেছি শেষ অবধি, কোন কথা বলিনি কখনও, ইতিহাস নূতনতর বাঁক নেবে, আমি এবার চলে যাব, মণিদীপা, মা আমার, সবাইকে দেখিস...

(চিত্রলেখা বিষ পান করে। অন্ধকার নেমে আসে তার নিজের গতিবেগে। বৃদ্ধা এসে ফিসফিস করে। কথা বোঝা গেল না।)